কিভাবে
তাওহীদের দিশা পেলাম ?
লেখক
মুহাম্মাদ বিন জামীল যায়নু
The Cooperative Office For Call & Guidance to Communities at Naseem Area
Riyadh -Al-Manar Area - Front of O.P.D of Al-Yamamah Hospital
Tel.: 2328226 - 2350194 - Fax: 2301465
Riyadh 11553
Bangaly
94

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أمابعد :

গ্রন্থ রচনার উপলক্ষ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বর্ষিত হোক দরুদ ও সালাম। অতঃপর আমি তুরস্কের কুনীয়া অঞ্চলের এক ছাত্রের নিকট হতে একটি চিঠি পাই। চিঠিটার ভাষা নিম্নরূপ ঃ

প্রতি / মুহাম্মদ বিন জামীল যায়নু, শিক্ষক মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস আল-খায়রিয়াহ, মক্কা মুকাররমা। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

সম্মানিত শিক্ষক ঃ আমি কুনীয়ার শরীয়া কলেজের ছাত্র। আমি আপনার "ইসলামী আকীদা ; প্রস্তাবনা" বইটি তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেছি। বইটি ছাপার জন্য আপনার জীবন বৃত্তান্ত প্রয়োজন। আপনার নিকট আমার অনুরোধ, নিম্নোক্ত ঠিকানায় এসব তথ্য প্রেরণ করে কৃতার্থ করবেন। والسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى "শান্তি তার উপর বর্ষিত হোক যে সঠিক পথ অনুসরণ করেছে "।[1] ইতি;

বেলাল বারুমজী

---

[1] এভাবে মুসললমানকে সালাম দেয়া ঠিক নয়। বরং এভাবে অমুসলিমকে সালাম দেয়া হয়। একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে সালাম দেয়ার সময় যা বলবে তা হচ্ছে ঃ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ " আপনার উপর আল্লাহর শান্তি , রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক"।

আমার কতিপয় ভাই ও ছাত্র আমার নিকট নিবেদন করে আমার জীবনী এবং শৈশব থেকে জীবনের বিভিন্ন চড়াই ও উৎরাইয়ের কথা লেখার জন্য, আজ প্রায় সত্তরের কোঠায় পৌঁছে গেছি। কুরআন এবং সহীহ হাদীস ভিত্তিক সালফে সালেহীনের আকীদা বিশ্বাসের পথে কিভাবে আমি পৌঁছে গেলাম একথা তারা জানতে চায়। এটি একটি বিরাট নিয়ামত, যে তা আস্বাদন করেছে সেই কেবল জানে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন ঃ

" ذَاقَ طَعْمَ الإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً " رواه مسلم

"প্রকৃত ঈমানের স্বাদ সেই পেয়েছে, যে আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছে"। (সহীহ মুসলিম)

আশা করি পাঠকগণ আমার জীবনের এসব ঘটনা থেকে উত্তম ও কল্যাণকর শিক্ষা লাভ করতে পারবেন। সত্যকে মিথ্যা হতে আলাদা করতে পারবেন। আল্লাহর নিকট দোয়া করি যেন এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে উপকৃত করেন এবং এটাকে একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে কবুল করেন।

মুহাম্মাদ বিন জামীল যায়নু
০১/০১/১৪১৫ হিজরী

সূচীপত্র

জন্ম ও শৈশব

(১) আমার জন্ম সিরিয়ার হালাব শহরে ১৯২৫ সালে। পাসপোর্টের তারিখ হিসেবে ১৩৪৪ হিজরী। বর্তমানে আমার বয়স ৭৩ বছর। আমার বয়স যখন দশ বছর তখন এক বেসরকারী মাদ্রাসায় ভর্তি হই এবং লেখাপড়া শিখি।

(২) দারুল হুফ্‌ফাজ নামক মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখানে পাঁচ বছরে পুরা কুরআন শরীফ তাজবীদ সহকারে মুখস্ত করি।

(৩) হালাবের "শরীয়া প্রস্তুতি কলেজ" নামক একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। বর্তমানে এটি শরীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ধর্ম মন্ত্রনালয়ের অধীনে। এই প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় এবং সমসাময়ীক বিষয় পড়ান হতো। এতে আমি তাফসীর, হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্, আরবী ব্যাকরণ, ইতিহাস, হাদীস ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করি। আর সমসাময়িক বিষয়ের মধ্যে পদার্থ, রসায়ন, পাটিগণিত, বীজগনিত, ফরাসী ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করি।

আমার মনে পড়ে তাওহীদের যে বইটি পাঠ করেছি তার নাম "আল-হুসুন আল-হুমাইদীয়াহ" এতে আল্লাহর রবুবীয়াত এবং এপৃথিবীর স্রষ্টা ও প্রতিপালকের অস্তিত্বের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। পরে আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যে; অনেক মুসলমান লেখক, স্কুল কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক তাওহীদের ব্যাপারে ভ্রান্তির মাঝে রয়েছেন এবং পাঠ্যসূচীতে যে তাওহীদ পড়ান হয় তাতে কিছু ভুল

রয়েছে। কেননা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তারাও আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করত। মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُوْنَ﴾ الزخرف : ٨٧

"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে ? তবে অবশ্যই তারা বলবে; আল্লাহ। অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাবে ?" [2]

অথচ শয়তানও আল্লাহকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِيْ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ﴾ الحجر : ٣٩

"সে (শয়তান) বল্লো ; হে আমার পালনকর্তা ! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব"। [3]

মহান আল্লাহর ইলাহীয়াত বা ইবাদতে একত্ববাদের মধ্যেই মুসলমানদের প্রকৃত নাজাত নিহিত অথচ সে সম্পর্কেও কিছুই জানতাম না। অন্যান্য মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়েরও একই অবস্থা, কেননা সেখানে এসব বিষয় পড়ানো হতো না এবং ছাত্ররাও আল্লাহর ইবাদতে তাওহীদ সম্পর্কে কিছুই জানতো না।

---

[2] সূরা আল-যুখরুফ ঃ ৮৭ [3] সূরা আল-হিজর : ৩৯

আল্লাহ রাসূলগণকে নির্দেশ দিয়েছেন তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করতে। সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাওমকে এর দাওয়াত দিলে তারা তা অস্বীকার করে এবং অহংকার করে এর বিরোধিতা করে। যেমন আল্লাহ কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন ঃ

﴿ إِنَّهُم كَانُوا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴾ الصافات: ٣٥

"তাদেরকে যখন বলা হতো আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত"। আস-সফ্ফাত : ৩৫

আরবের মুশরিকরা জানতো যে , আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই একথা মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে ; আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা কিংবা প্রার্থনা করা যাবে না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আজ কতিপয় মুসলমান মুখে আল্লাহর একত্ববাদের কথা বলে অথচ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকে ও দোয়া-প্রার্থনা করে। সত্যিই এরা তাওহীদের শিক্ষাকে বরবাদ করে দিচ্ছে।

এমনকি মাদ্রাসায় আল্লাহর গুণাবলী সংবলিত আয়াত সমূহের অপব্যাখ্যা করা হয়। আর এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে; অধিকাংশ মুসলিম দেশের মাদ্রাসাগুলিতেও মুসলিম শিক্ষকগণ আল্লাহর গুণাবলীতে একত্ববাদের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আমি এখানে এমনই একটি আয়াত উল্লেখ করছি যা উস্তাদগণ ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ سورة طه: ٥

“পরম দয়াময় প্রভু আরশের উপরে সমাসীন হয়েছেন” । ত্বহা : ৫

তারা উক্ত আয়াতে উল্লিখিত اِسْتَوَىْ শব্দের অর্থ করে ‘ক্ষমতা গ্রহণ করা’। তারা তাদের এব্যাখ্যার পক্ষে কবিতার একটি ছত্রকে প্রমাণ স্বরুপ উল্লেখ করে থাকে।

قَدْ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ # مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مِهْرَاقٍ

‘বিশর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে ইরাকের উপর : কিন্তু লাগেনি তরবারি কিংবা ঝড়েনি রক্ত’

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ এ কবিতার লেখকের পরিচয় অজ্ঞাত। অন্যরা বলেন ; এর রচনাকারী একজন নাসারা বা খৃষ্টান। সূরা বাক্বারার ২৯ নং আয়াতে : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ আল্লাহর এবাণীতে উদ্ধৃত اِسْتَوَىْ শব্দটির ব্যাখ্যা বুখারী শরীফে আছে। মুজাহিদ ও আবুল আলিয়া বলেন ঃ ‘ইসতাওয়া’ অর্থ উপরে ওঠা, উর্ধে আরোহণ করা। (দেখুন : বুখারী ‘তাওহীদ অধ্যায় খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা ১৭৫)

সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য বুখারীতে উদ্ধৃত তাবেঈর ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে অজ্ঞাত কবি কিংবা খৃষ্টানের কথা গ্রহণ করা ঠিক হতে পারে কি ? যার ফলে আল্লাহর আরশে আরোহণকে অস্বীকার করা হবে, এমনকি ইহা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং অন্যান্য ইমামদের আকীদা-বিশ্বাসেরও পরিপন্থী। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন ঃ ‘কেউ যদি বলে যে, আমার প্রভু আসমানে না জমিনে তা আমি জানি না’ তাহলে সে কুফরী করবে। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন ঃ

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ سورة طه : ٥

"পরম দয়াময় প্রভু আরশের উপরে সমাসীন হয়েছেন" । সূরা ত্বহা, আয়াত নং : ৫

আর মহান আল্লাহ আরশ সাত আসমানের উপর অবস্থিত। (দেখুন : আল-আকীদাহ আত-তহাবীয়ার ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা নং : ৩২২)

(৪) আমি মাদরাসার মাধ্যমিক সার্টিফিকেট অর্জন করি ১৯৪৮ সালে। অতঃপর উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেটও লাভ করি এবং আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিমূলক প্রতিযোগীতায় উত্তীর্ণ হই। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে সেখানে যাওয়া হয়নি। আমি হালাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগে যোগদান করি এবং প্রায় ২৯ বছর শিক্ষকতা পেশায় জড়িত থাকার পর, শিক্ষকতা ছেড়ে দেই।

(৫) শিক্ষকতা বাদ দেয়ার পর ১৩৯৯ হিজরীতে ওমরাহ পালন করতে মক্কা শরীফ গমন করি। এখানে শেখ আব্দুল আযীয বিন বা'যের সাথে পরিচিত হই এবং তিনি বুঝতে পরলেন যে, আমি একজন স্বচ্ছ সালাফী (পূর্ব যুগের ইসলামের বিশুদ্ধ অনুসারীদেরমতই) আকীদার লোক। তখন তিনি আমাকে মক্কার হারাম শরীফ চত্তরে হজ্জের মৌসুমে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করেন।

হজ্জের পর তিনি আমাকে জর্দানে দাওয়াতী কাজের জন্য প্রেরণ করেন। আমি সেখানে গমন করি এবং 'রামসা' শহরস্থ সালাহ উদ্দীন মসজিদে অবস্থান করি। আমি এই মসজিদের ইমাম, খতীব ও কুরআন ক্লাসের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। আমি এই এলাকার প্রাথমিক স্কুল ও

মাদ্রাসা পরিদর্শন করে ছাত্রদের কাছে তাওহীদের বিশুদ্ধ আকীদা ও দর্শন উপস্থাপন করতাম। আর ছাত্ররাও তাওহীদের আকীদা ও বিশ্বাস সংক্রান্ত বিশ্লেষণ এবং পর্যালচনা ভাল ভাবেই গ্রহণ করতো।

(৬) পুনরায় ওমরা করতে মক্কা গমন করি ১৪০০ হিজরীর রমজান মাসে এবং হজ্জের পরেও এখানে অবস্থান করি। এপর্যায়ে মক্কার 'দারুল হাদীস আল-খায়রিয়া' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের এক ছাত্রের সাথে পরিচয় হয়। সে আমাকে তাদের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করে, কারণ তাদের শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে ইলমে হাদীসের বিষয়ে।

আমি উক্ত দারুল হাদীস আল-খায়রিয়ার অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং নিয়ম অনুযায়ী আমাকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় শায়খ আব্দুল আযীয বিন বা'য এর নিকট থেকে সুপারিশ নামা আনতে বল্লেন। শায়খ বিন বা'য অধ্যক্ষের বরাবর আমাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য লিখলেন। অতঃপর আমি মক্কা শরীফে অবস্থিত 'দারুল হাদীস আল-খায়রিয়ায়' যোগদান করি এবং ছাত্রদেরকে তাফসীর, তাওহীদ, কুরআনুল করীম ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদানে ব্রত হই।

আমি নকশ্‌বন্দী ছিলাম

আমি ছোট থেকেই মসজিদের আলোচনা ও জিকিরের হালকায় বসতাম। নকশবন্দী তরিকার এক শায়খ আমাকে মসজিদের এক কোনায় নিয়ে যান এবং নকশবন্দী তরীকার কিছু অজিফা শিক্ষা দেন। কিন্তু বয়সে ছোট হওয়ার কারণে আমাকে যেসব দোয়া তালিম দেয়া হয়া তা আত্মস্থ করতে পারিনি। তবে আমার আত্মীয়দের সাথে মসজিদের কোনায় তাদের মজলিসে হাজির হতাম আর তারা যে সব গান ও কবিতা পড়ত তা শুনতাম। যখন শায়খের নাম উচ্চারিত হত, উচ্চস্বরে চিৎকার করতো। রাত্রে আমাকে এই উচ্চস্বরে চিৎকার বেশ কষ্ট দিত। এতে আমি ভীত ও অসুস্থ হয়ে পড়ি। তারপর যখন বড় হই, আমার এক আত্মীয় মহল্লার এক মসজিদে এক "খতম"এর অনুষ্ঠানে নিয়ে যায়। আমরা গোল হয়ে বসে পড়ি। একজন শায়খ আমাদের মাঝে কঙ্কর বন্টন করে আর বলে "ফাতেহা শরীফ" "ইখলাস শরীফ" পড় আমরা কঙ্করের সংখ্যা পরিমান সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস পড়ি। ইস্তেগফার এবং নবী করীম (স) এর উপর দরুদ পাঠ করি। দরুদের কিছু শব্দ আমার এখনও মনে পড়ে ঃ

"اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدَ الدَّوَابِ"

"হে আল্লাহ নবী করীম এর উপর রহমত বর্ষণ করুন দুনিয়ায় যত

প্রাণী আছে সে সংখ্যা পরিমাণ।" তারা সকলেই উচ্চস্বরে এটা পাঠ করেন। এর পরে খতমের দায়িত্ব প্রাপ্ত শেখ বলেন "রাবেতা শরীফ।" এর উদ্দেশ্য হলো তারা জিকিরের সময় যেন শায়খ মনে মনে খেয়াল করে। কেননা তারা মনে করে যে, শায়খ হচ্ছেন আল্লাহ ও তাদের মাঝে "রাবেতা" বা "মাধ্যম"। তখন তারা গুনগুন করত, চিৎকার করতো, লাফ দিত। একজনকে দেখলাম এত জোরে উপরে লাফ দিল যে অনেক উর্ধ্বে উঠে যেল মনে হল যেন একজন পালোয়ান। আমি জিকিরের সময় এধরনের আচরণ এবং চিৎকার দেখে বিস্মিত হই। আমি একবার আমার আত্মীয়ের বাড়িতে যাই। সেখানে শুনি নকশবন্দী তরীকার এক শায়খ এ গজল পাঠ করছেনাঃ

"دَلُّوْنِيْ بِاللّٰهِ دَلُّوْنِيْ بِاللّٰه عَلٰى شَيْخِ النَّصْرِ دَلُّوْنِيْ
اَلَّــــذِيْ يُــبْــرِئُ الْعَــلِـيْـلَ وَيَــشْـفِـيْ الْمَجْــنُــوْنَا

'আল্লাহর কসম! দেখাও আমাকে, দেখাও সাহায্যকারী শায়খকে,
যে অন্ধকে ভাল করবে এবং পাগলকে আরোগ্য দান করবে।'

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গেলাম ভেতরে প্রবেশ করলাম না। বাড়ির মালিককে বললাম শায়খ কি অন্ধকে ভাল করবেন পাগলকে আরোগ্য দেবেন ? তিনি বললেন হাঁ। আমি বললাম, ঈসা নবীকে আল্লাহ মুজিযা দিয়েছিলেন মৃতকে জীবিত করার, শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে

ভাল করার, সেখানে বলেছেনঃ “আল্লাহর হুকুমে ভাল করেন।” তিনি বললেন, আমাদের শায়খও আল্লাহর হুকুমে ভালো করেন। আমি তাকে বললাম, তাহলে আপনারা কেন বলেন না, আল্লাহর হুকুমে ? কেননা একমাত্র আরোগ্য দাতা হলেন আল্লাহ। যেমনটি ইব্রাহীম (আঃ) বলেন ঃ

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ – (الشعراء : ٨٠)

“যখন আমি অসুস্থ হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।” (শুআরা ঃ ৮০)

নকশ্‌বন্দী তরীকার উপর কতিপয় মন্তব্য

১. এই তরীকার বৈশিষ্ট হল, এর অজিফাগুলো গোপন ও ছোট ছোট। এতে কোন নাচ বা হাততালি নেই যা অন্যান্য প্রসিদ্ধ তরীকাগুলোতে রয়েছে।

২. এটি একটি জিকিরের মজলিস। প্রত্যেকের নিকট কঙ্কর দেয়া হয়। খতম অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী তাদেরকে বলে, এটা কর ওটা বল। তারা কঙ্করগুলিকে গ্লাসের মধ্যে পানিতে রাখে এবং সে পানি পান করে। এর মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করবে বলে বিশ্বাস করে। এসব বিদআত। বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এগুলি অস্বীকার ও অপছন্দ করেছেন তিনি মসজিদে প্রবেশ করে। দেখেন একদল লোক গোল হয়ে বসেছে এবং তাদের হাতে কঙ্কর। তাদের

একজন বলছে এতবার তাসবীহ পড়, তোমাদের হাতে যে কঙ্কর রয়েছে সে সংখ্যা পরিমান এটা পড়। তখন তিনি তাদের ভর্ৎসনা করে বলেন ঃ আমি তোমাদের এ কি করতে দেখছি? তারা বলল, হে আবু আবদুর রহমান! (ইবনে মাসউদের উপনাম) এগুলি কঙ্কর, এর দ্বারা আমরা তাকবীর, তাসবীহ ও তাহলীল গণনা করছি। তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের গুনাহ সমূহ গণনা কর। আমি জামিন হলাম তোমাদের নেকীগুলোর কোন ক্ষতি হবে না। তোমাদেরকে ধিক্ হে উম্মতে মুহাম্মদ! তোমাদের পতন এত তরান্বিত ? নবীর এসব সাহাবী এখনও বিদ্যমান। তাঁর এ কাপড় এখনও ছিঁড়ে যায়নি এবং তাঁর পাত্র (খাবার ও পান করার) এখনও ভেঙ্গে যায়নি। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার এ জীবন। তোমরা কি মুহাম্মদ (স) এর দীন-মিল্লাতের উপর আছ না গোমরাহীর পথ খুলেছ? (দারেমী ও তবারানী, হাদীসটি হাসান)

এ কথাটি সত্যিই যুক্তিযুক্ত। এরা হয় রসূল (স) এর চেয়েও বেশী সঠিক পথ (হেদায়াত) প্রাপ্ত, কেননা এরা এমন এক আমল পেয়েছে যে নবী করীম (স) এর জ্ঞান সে পর্যন্ত পৌছেনি। আর না হয় তারা ভ্রান্ত- পথভ্রষ্ট। প্রথম অবস্থাটি কক্ষণও সঠিক হতে পারে না, কেননা কেউই আল্লাহর রসূল (স) হতে উত্তম হতে পারে না। তাহলে দ্বিতীয়টিই (পথভ্রষ্ট) সঠিক।

৩. রাবেতা শরীফ (মাধ্যম) : তারা এতে জিকিরের সময় তাদের

শায়খকে নিজেদের সামনে এবং শায়খ তাদের দিকে দেখছেন ও তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন বলে মনে করেন। এজন্য তাদেরকে দেখা যায়, ভীত সন্ত্রস্তভাবে অস্পষ্ট ও বিকট শব্দে চিৎকার করছে। আর এটা হচ্ছে ইহসানের পর্যায়ে যা রসূল (স) এর বাণীতে বিধৃত ঃ

اَلإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ - رواه مسلم

'ইহসান হচ্ছে তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। তুমি যদি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে এটা মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।' (মুসলিম)

এ হাদীসে রসূল (স) ইরশাদ করছেন আমরা আল্লাহর ইবাদত করবো এমনভাবে যেন আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। আর যদি আমরা তাঁকে দেখতে না পাই তাহলে মনের মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যেন মনে হবে তিনি আমাদেরকে দেখছেন। এটা হচ্ছে ইহসানের পর্যায় এবং এটা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। অথচ এটা তারা তাদের শায়খকে দিয়ে দিয়েছে। এটা হচ্ছে শিরক। এ ব্যপারে আল্লাহ নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করেছেন ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا - (النساء : ٣٦)

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক

করো না।" (নিসা ঃ ৩৬)

যিকির হচ্ছে ইবাদত। এতে কাউকে শরীক করা জায়েয নয়, যদিও তা ফেরেশতা, রসূল বা শায়খ এর জন্য হয় অথবা তাঁদের মর্যাদার চেয়ে কম মর্যাদার কারো জন্য। কারো জন্যই শিরক করা যাবে না। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে যিকিরের সময় শায়খকে স্মরণ করা- খেয়াল করা সূফীবাদের শাজলী তরীকাসহ অন্যান্য তরীকার মধ্যেও রয়েছে।

৪. যিকিরের সময় শায়খের স্মরণে যে বিকট চিৎকার করা হয় অথবা সাহায্য বা মদদ চাওয়া হয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট যেমন আহলে বায়ত, আল্লাহর খাস লোক, এগুলি সবই অবাঞ্ছিত বিষয় এবং এগুলি নিষিদ্ধ শিরক। যিকিরের সময় চিৎকার করা ঘৃণিত বিষয়। এটা আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর পরিপন্থী ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ – (الأنفال : ٢)

'নিশ্চয় মুমিন তারা, আল্লাহর জিকিরের সময় যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে।' (আনফাল ঃ ২)

নবী করীম (স) বলেন ঃ

أَيُّهَا النَّاسُ ! ارْبَعُوْا عَلى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ لاَتَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا ، إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا

قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ - (متفق عليه)

'হে লোকরা! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে সংযত করো। কেননা তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না। তোমরা ডাকছ তোমাদের নিকটবর্তী সর্বশ্রোতাকে, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

ওলীদের কথা স্মরণ করার সময় চিৎকার করা, ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া এবং কান্না-কাটি করা অত্যন্ত গর্হিত-ঘৃণিত কাজ। কেননা, তাতে উল্লসিত ও প্রীত হওয়া বুঝায় যেমনটি আল্লাহ মুশরিকদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ- (الزمر : ٤٥)

'যখন খাঁটিভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।' (যুমার ঃ ৪৫)

৫. তরীকার শায়খের ব্যাপারে অতিবাড়াবড়ি। তাদের ধারনা যে, তিনি অসুস্থকে আরোগ্য দান করেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা কুরআন

মজীদে হযরত ইব্রাহীম (আ) এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এভাবে ঃ

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ - (الشعراء : ٨٠)

'যখন আমি অসুস্থ হই, তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।' (শুআরা ঃ ৮০)

এখানে মুমিন যুবকের ঘটনাও প্রনিধাণযোগ্য। তিনি রোগীদের জন্য দোয়া করতেন আর আল্লাহ্ আরোগ্য দান করতেন। তাকে যখন রাজার সভাসদ বলল, তোমাকে এই সম্পদ প্রদান করব যদি তুমি আমাকে ভাল করে দাও। তখন তাঁকে যুবক বললেন, আমি কাউকে ভাল করিনা প্রকৃতপক্ষে ভাল করেন মহান আল্লাহ্। আপনি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন তাহ্লে আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করব অতপর তিনি আপনাকে সুস্থ করবেন। (ঘটনাটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে)

৬. তারা যিকির করে একশব্দে "আল্লাহ" বলে হাজার হাজার বার। এটা তাদের যিকিরের অজিফা। অথচ "আল্লাহ" শব্দে যিকির করা নবী করীম (স), সাহাবা বা তাবেঈগণ কর্তৃক সাব্যস্ত হয়নি। এমন কি মুজতাহিদ আলেমগন কর্তৃকও প্রমাণিত হয়নি। এটা সুফীদের বানান বিদআত। কেননা আল্লাহ্ শব্দটি উদ্দেশ্য, এর পরে বিধেয় নেই। সুতরাং বাক্যটি অসম্পূর্ণ। যদি কেউ উমর উমর বলে বেশ কয়েকবার ডাক দেয়, তারপর যদি তাকে বলা হয়, তুমি উমরের

নিকট কি চাও? সে যদি এর উত্তরে উমর উমর বলে, তাহলে আমরা অবশ্যই তাকে বলবো পাগল, সে কি বলছে নিজেই জানেনা।

লোকেরা "আল্লাহ" একক নামের যিকিরের ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে আল্লাহর এ বাণীটি উল্লেখ করে ঃ "قُلِ اللّٰهُ" "বলুন, আল্লাহ"। যদি তারা এর পূর্বের বাক্য পাঠ করতো তাহলেই জানতে পারত এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ "বলুন আল্লাহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।" মূল আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوْا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ، قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ مُوْسٰى ... قُلِ اللّٰهُ – (الأنعام : ٩١)

'তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বলল- আল্লাহ্ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি। আপনি জিজ্ঞেস করুন, ঐ গ্রন্থ কে অবতীর্ণ করেছে, যা মূসা নিয়ে এসেছিল? .... আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন।'

কিভাবে আমি শাযলিয়া তরীকায় গেলাম

শাযলিয়া তরীকার এক শেখের সাথে আমি পরিচিত হই। তিনি ছিলেন দেখতে বেশ সুন্দর এবং তার চরিত্রই ছিল খুব ভাল। আমি তার বাড়িতে বেড়াতে গেলাম এবং তিনিও আমার বাসায় এলেন। তার নরম কথাবার্তা ভদ্র ব্যবহার এবং বিনম্র স্বভাব আমাকে তার প্রতি আকৃষ্ট ও চমৎকৃত করে। আমি তার নিকট শাযলী তরীকার কিছু যিকির আযকার চাইলে তিনি বিশেষ কতিপয় অজিফা দিলেন। তার ওখানে এক কোণে দেখতাম কতিপয় যুবক বসত। তারা সেখানে জুমার নামাযের পর যিকির করত। আমি একবার তাদের একজনের বাসায় গেলাম। সেখানে দেখলাম শাযলীয়া তরীকার অনেক শায়খের ছবি দেয়ালে টাঙ্গান। আমি তাকে ছবি টাঙ্গাবার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। কিন্তু সে কোন জবাব দিল না, অথচ এ ব্যাপারে পরিষ্কার হাদীস রয়েছে নবী করীম (স) ঃ

اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ– (متفق عليه)

'যে ঘরে ছবি আছে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।' (বুখারী, মুসলিম)

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

الصُّوْرِ فِى الْبَيْتِ وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَّصْنَعَ ذٰلِكَ–
(رواه الترمذى وقال حسن صحيح)

'রসূল (স) ঘরে ছবি টাঙ্গাতে নিষেধ করেছেন এবং ছবি বানাতে নিষেধ করেছেন।' (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ হাসান)

প্রায় একবছর পর আমার ইচ্ছা হল শায়খের সাথে দেখা করার, আমি তখন উমরা করার পথে। তিনি আমাকে আমার সন্তান ও সাথিদেরকে নিয়ে তাঁর ওখানে রাতের খাবারের দাওয়াত দিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর বললেন, আপনি কি এসব যুবকদের নিকট হতে কিছু ইসলামী গান শুনবেন? বললাম হ্যাঁ। তিনি পাশে যে সব যুবক ছিল, তাদের সবার মুখে ছিল সুন্দর দাড়ি, তাদেরকে ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশনের নির্দেশ দিলেন তারা একসাথে গাইতে শুরু করল। এর মূল কথা ছিল (যে আল্লাহর ইবাদত করবে জান্নাতের আশায় সে মুর্তিপুজা করল।) আমি বললাম কুরআন মজীদে আল্লাহ একটি আয়াতে নবীদের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ – (الأنبياء : ٩٠)

'তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত ছুটত এবং আমাকে ডাকতো আকাংখা ও ভীতি সহকারে এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।' (আম্বিয়া ঃ ৯০)

তিনি বললেন এই গানটি আমার উস্তাদ আব্দুল গনী আন্‌নাবলুসী এর রচনা। আমি বললাম শায়খের কথাকে কি আল্লাহর কথার উপর প্রাধান্য দেয়া হবে? গায়কদের মাঝে একজন বললো, হযরত আলী (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের আশায় আল্লাহর ইবাদত করল সে ব্যবসায়ী আবেদ। আমি তাকে বললাম, আপনি কোন গ্রন্থে হযরত আলীর এ কথা পেয়েছেন? আর তা কি সঠিক? সে চুপ করে রইল। আমি তাকে বললাম ঃ এটা কি ধারনা করা যায় যে, হযরত আলী (রা) কুরআনের বিরোধিতা করবেন অথচ তিনি হচ্ছেন রসূলের সাহাবী এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত? তারপর আমি আমার সাথিদের দিকে চেয়ে বললাম ঃ আল্লাহ মুমিনদের গুণাবলীর উল্লেখ করে তাদের প্রশংসা করে বলেন ঃ

تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا - (السجدة : ١٦)

'তারা তাদের পৃষ্ঠদেশকে বিছানা হতে পৃথক করে নিয়ে (রাত্রে) তাদের প্রভুকে ডাকে (জাহান্নামের) ভয়েএবং (জান্নাতের) আশায়।' (সিজদা ঃ ১৬)

কিন্তু তারা বিষয়টি মেনে নিলনা। আমি তাদের সাথে বির্তক পরিত্যাগ করলাম। পরে মসজিদের দিকে চললাম নামাজ পড়ার জন্য। তাদের একজন আমার সাথে দেখা করে বলল, আমরা আপনার সাথে একমত। সত্য আপনার সাথে কিন্তু আমরা এ কথা

বলতে পারি না এবং শায়খের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমি তাকে বললাম ঃ তোমরা কেন সত্য কথা বল না? সে বললো, যদি আমরা কথা বলি তাহলে আমাদের ঘর থেকে বের করি দেবে। সুফীদের এটি প্রাথমিক শিক্ষা যে, তারা তাদের অনুগামীদের বিশেষভাবে উপদেশ দেয় যেন তারা তাদের শায়খের বিরুদ্ধাচরণ বা প্রতিবাদ না করে, তাঁরা যত বড়ই ভুল করুন না কেন। তারা তাদের বহুল প্রচলিত বক্তব্য হচ্ছে ঃ কোন মুরিদ যদি তার শায়খকে বলে কেন? তাহলে সে মুক্তি পাবেনা! তারা রসূলের (স) নিম্নোক্ত বনীর বিরুদ্ধাচরন করে ঃ

كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ- (حسن ، أخرجه أحمد والترمذى)

'সমস্ত আদম সন্তানই ভুল করে। আর উত্তম ভুলকারী হল তাওবাকারী।' (আহমাদ, তিরমিযী, হাদীসটি হাসান) ইমাম মালেক (র) এর এ বাণীকেও গ্রাহ্য করেনা ঃ

كُلُّ وَاحِدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ إِلاَّ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

'প্রতেকের কথাই গ্রহণ ও বর্জন করা যাবে কিন্তু রসূল (স) এর কথা বিনা বাক্যে মেনে নিতে হবে।'

নবী করীম (স) এর উপর দরুদ পাঠের অনুষ্ঠান

আমি কতিপয় সাথে এক মসজিদে গেলাম দরুদ পাঠের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার মানসে। সেখানে গিয়ে তাদের হালকায় প্রবেশ করলাম। তারা সেখানে নাচছিল, একে অপরের হাত ধরেছিল, ঢলাঢলি করছিল, উচ্চস্বরে আবার অনুচ্চস্বরে বলছিল, আল্লাহু আল্লাহু ...। প্রত্যেকেই একবার করে হালকার মধ্যিখানে যাচ্ছিল এবং হাত দিয়ে ইঙ্গিত করছিল যেন ঠিকঠাকভাবে ঢলাঢলি এবং দরুদ পাঠ করে। এভাবে যখন আমার পালা এসে পড়ল তখন তাদের পরিচালক আমার দিকে ইঙ্গিত করল মাঝে আসার জন্য যেন আমি তাদের এ কর্মকান্ডে মাত্রা যোগ করি। তখন আমার একসাথি ওজর পেশ করে বলে তাকে বাদ দিন সে দুর্বল। কেননা তিনি জানেন যে, আমি এসব পছন্দ করিনা। তিনি আমাকে দেখলেন আমি চুপ করে আছি এবং নড়াচড়া করছিনা। তাই তাদের পরিচালক আমাকে মাঝখানে আসা থেকে অব্যাহতি দিলেন। আমি তাদের এসব ইসলামী সঙ্গীত ও কবিতা শুনছিলাম যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য ও সাহায্য প্রার্থনায় ভরপুর ছিল। আমি আরো লক্ষ করলাম যে, একটু উঁচু স্থানে মহিলারা বসা আছে। তারা পুরুষদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছে। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল বেশ বেপর্দা। তার চুল খোলা ছিল। তার পা, দুই হাত ও গ্রীবাদেশ

দেখা যাচ্ছিল। আমি মনে মনে এসব ঘৃণা করতে থাকি। অনুষ্ঠান শেষে আমি অনুষ্ঠানের পরিচালককে বললাম আমাদের উপরে একটা মেয়েকে দেখলাম বেপর্দা। আপনি যদি তাকে অন্যান্য মেয়েদের সাথে পর্দা করে মসজিদে আসতে বলতেন কতইনা উত্তম কাজ হতো। তিনি আমাকে বললেন, আমরা যদি তাদেরকে উপদেশ দিতাম তাহলে তারা যিকিরের অনুষ্ঠানে আসত না! আমি মনে মনে বললাম, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! এটা কিসের যিকির যাতে মেয়েরা উপস্থিত আর তাদেরকে কেউ উপদেশ দেয় না ? রসূল (স) কি এতে সন্তুষ্ট হবেন অথচ তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ- (رواه مسلم)

তোমাদের কেউ কোন অন্যায় সংঘটিত হতে দেখলে হাত দিয়ে তা প্রতিহত করবে। যদি তা সম্ভব না হয় মুখ দিয়ে বাধা দেবে। এটাও সম্ভব না হলে অন্তরে ঘৃণা করবে। আর এটা হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান।' (মুসলিম)

কাদেরীয়া তরীকা

কাদেরীয়া তরীকার এক শায়ক আমাকে আমার উস্তাদকে যার নিকট আমি আরবী ব্যাকরণ ও তাফসীর শিখেছিলাম, সাথে নিয়ে আসতে দাওয়াত দিলেন। আমরা তার বাসায় গেলাম। রাতের খাবার পর উপস্থিত লোকজন দাঁড়িয়ে গেল। তারা যিকির করতে করতে লাফালাফি ঢলাঢলি করে বলতে লাগল,, আল্লাহু! আল্লাহু! আমি তাদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম নড়াচড়া করছিলাম না। তারপর চেয়ারে বসে পড়লাম এভাবে প্রথম পর্ব শেষ হল। দেখলাম তাদের শরীর দিয়ে খাম চুঁইছে। একটা তোয়ালে নিয়ে এসে তারা ঘাম মুছতে লাগল। যেহেতু প্রায় অর্ধরাত্রি হয়ে গেছে তাই আমি তাদের ওখান থেকে আমার বাড়ি ফিরে এলাম। পরের দিন আমি আমার একজন সাথির সাথে দেখা করলাম। তিনি গতকাল উপস্থিত ছিলেন তিনি ছিলেন আমার সাথের এক শিক্ষক। আমি তাকে বললাম ঃ আপনারা ঐ অবস্থায় কতক্ষণ ছিলেন ? তিনি বললেন, রাত দু'টা পর্যন্ত, এরপর আমরা বাড়ি যাই ঘুমাবার জন্য। আমি বললাম, ফজরের নামায কখন পড়লেন? তিনি বললেন, নামাযটা সময় মত পড়তে পারিনি। নামায ছুটে যায়। আমি মনে মনে বলি এ কেমন যিকির যে ফজরের নামায নষ্ট হয়। আমি হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনা স্মরণ করি যেখানে তিনি নবী করীম (স)-কে এভাবে চিত্রিত করেছেন ঃ

كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ-(متفق عليه)

তিনি রাতের প্রথম দিকে ঘুমাতেন এবং জাগতেন শেষের দিকে (বুখারী ও মুসলিম)

আর এ সুফী সাহেবরা এর বিপরীত। এরা রাতের প্রথমভাগ নাচগান ও বিদআতী কর্মকাণ্ডে অতিবাহিত করছে এবং শেষরাতে ঘুমিয়ে ফজরের নামায নষ্ট করছে। অথচ আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ–
(الماعون : ٤–٥)

অতএব ধ্বংস সেই নামাযীদের জন্য যারা নামায সম্পর্কে গাফিল থাকে।' (সূরা মাউন ঃ ৪-৫)

আর নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

"ফজরের দু'রাকাত নামায দুনিয়া ও এর মধ্যে যা রয়েছে, তা থেকে উত্তম।" (তিরমিযী, নাসেরুদ্দীন আলবানী একে জামেউস সাহীতে সহী বলে উল্লেখ করেছেন)

যিকিরের সময় হাততালি

আমি একদিন মসজিদে ছিলাম। সেখানে জুমার নামাযের পর যিকিরের হলকা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আমি সেখানে বসে বসে তাদের দিকে দেখছিলাম। তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য তাদের একজন হাততালি দিচ্ছিল। আমি তখন ইঙ্গিত করি যে এটা করা হারাম, উচিৎ নয়। কিন্তু তারা হাততালি দেয়া বন্ধ করল না। যখন যিকির শেষ হল আমি তাদেরকে নসিহত করলাম কিন্তু তারা গ্রহণ

করল না। আমি বেশ কিছুদিন পরে তার সাথে সাক্ষাত করলাম তাকে এ কথা বলার জন্য যে, এই হাততালি হচ্ছে মুশরিকদের কাজ, যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً- (الأنفال : ٣٥)

"বায়তুল্লাহ নিকট তাদের নামায মুলত ছিল শিষ দেয়া ও হাততালি দেয়া।" (আনফাল ঃ ৩৫)

তখন তিনি আমাকে বললেন, কিন্তু উমুক শেখ একে জায়েজ বলেছেন। আমি মনে মনে বললাম এদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার এ বাণী প্রযোজ্য ঃ

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ - (التوبة : ٣١)

"তারা তাদের পাদ্রী ও পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে এবং মরিয়ম তনয় ঈসাকে।" (তাওবা ঃ ৩১)

আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রাঃ) যখন এ আয়াত শুনল, সে ছিল খৃষ্টান ইসলাম গ্রহণের পূর্বে, সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তাদের ইবাদত করি না। তখন তিনি তাকে বললেন ঃ

أَلَيْسَ يُحِلُّوْنَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَتُحِلُّوْنَهُ ،

وَيُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ؟ قَالَ بَلٰى، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ-

(حسن أخرجه الترمذى والبيهقى)

"তারা তোমাদের জন্য আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা বৈধ করেদিলে তোমরা তা গ্রহণ করনা, আর আল্লাহ কর্তৃক বৈধ জিনিষকে হারাম করলে তোমরা তা হারাম করে নাও না? তখন তিনি বলেন, হাঁ। তখন নবী (সঃ) বললেন এটাই হচ্ছে তাদের ইবাদত করা।" (তিরমিযী, বায়হাকী, হদীসটি হাসান)

আমি এক মসজিদে অন্য একটি যিকিরের হালকায় উপস্থিত হলাম। দেখলাম গায়ক যিকিরের সময় হাততালি দিচ্ছে। আমি হালকা শেষে তাকে বললাম, আপনার কণ্ঠ চমৎকার, কিন্তু এ হাততালি দেয়া হারাম। তিনি আমাকে বললেন, গানের সুর হাততালি ব্যতীত জমে না। আপনার চেয়ে অনেক বড় বড় শেখ আমাকে দেখেছে, কেউ আমাকে তিরস্কার করেনি। এখানে লক্ষণীয় যে, তারা যিকিরের সময় আল্লাহর নামকে বিকৃত করে। তারা বলে আল্লাহ আহ-হি হুয়া-ইয়াহু এই পরিবর্তন ও বিকৃতি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন তাদরকে অবশ্যই হিসাব দিতে হবে।

লোহার সুচ চামড়ায় ঢুকিয়ে দেয়া

আমাদের বাড়ীর নিকটেই সুফীদের এক আড্ডাখানা ছিল। আমি গেলাম তাদের যিকির দেখার জন্য। এশা'র নামাযের পর গায়কদল আসল, তারা ছিল দাড়ি কামান। তারা যৌথ কণ্ঠে বলছিল ঃ

মদের গ্লাস দাও আমাদের মদ পান করাও

এ কবিতা বার বার আওড়াচ্ছিল, ঢলাঢলি করছিল। দলের প্রধান প্রথমে এ পংগুক্তিটি পড়ছিল পরে বাকীরা তা একসাথে আওড়াচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তাদেরকে গায়ক দলের মত তারা মসজিদের মাঝে মদের কথা বলতে কোন লজ্জা করছিল না। অথচ মসজিদ হল নামায আর কুরআনের জন্য। আর মদ তো কুরআনে আল্লাহ হারাম বলে ঘোষণা করেছেন এবং নবী করীম (সঃ) হাদীসেও মদকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ওদের মাঝে একজন বয়বৃদ্ধ এগিয়ে এসে গায়ের জামা খুলে ফেলল এবং হে দাদু বলে চিৎকার করে উঠল। সে এর দ্বারা রেফায়ী তরীকার মৃত এক দাদুর কাছে সাহায্য ও ত্রান চাচ্ছিল। তারা এভাবে সাহায্য চাওয়ায় প্রসিদ্ধ। তারপর খুব জোরেশোরে ঢোল বাজাতে লাগলো। এরপর লোহার একটা সুচ নিল তারপর তার পাঁজরের চামড়ার মধ্যে তা ঢুকিয়ে দিল এরপরে একজন লোক আসল সৈনিকের পোষাক পরে, তার দাড়ি কামান। সে এসে একটা কাঁচের গ্লাস নিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ভেঙ্গে ফেলল। আমি মনে মনে বললাম যদি এ লোকটি সত্যিই সৈনিক হত তাহলে সে কেন ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে

গেল না, এখানে দাত দিয়ে গ্লাস ভাঙ্গার বদলে। সেটা ছিল ১৯৬৭ সালের ঘটনা, যে বছর ইহুদীরা আরব ভূখণ্ডের এক বিরাট অংশ দখল করে নেয় এবং আরব সৈন্যরা বিপর্যস্ত হয়ে যুদ্ধে পরাজিত হয়। এ সৈনিক তাদের মাঝে আর কিছু করে নাই অথচ ছিল সে দাড়ি মুণ্ডন।

এসব কাজের উপর কতিপয় মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ

১। কিছু লোক মনে করে যে, এটা কারামত! তারা জানে না যে, এটা শয়তানদের কাজ যারা তাদের পাশে জমায়েত হয়েছে, এরা তাদেরকে গোমরাহীতে সাহায্য করছে। কেননা তারা আল্লাহর স্মরণ হতে বিমুখ হয়েছে এবং আল্লাহর সাথে শিরক করেছে যখন তাদের মৃত বাপ-দাদার নিকট সাহায্য-মদদ চেয়েছে, আল্লাহ তায়ালার এ বাণীই এব্যাপারে অকাট্য সাক্ষ্য ঃ

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ - وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ - (الزخرف : ٣٦-٣٧)

"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ হতে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেয়, অতপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। শয়তানই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তার সৎ পথে রয়েছে।" (যুখরুফ ঃ ৩৬-৩৭) আল্লাহ তাদের জন্য শয়তানদেরকে অনুগত করে দিয়েছেন যেন তাদেরকে

আরো বেশী পথভ্রান্ত করতে পারে। যেমনটি আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا-

(مريم : ٧٥)

"বলুন, যারা পথভ্রষ্টতায় আছে, দয়াময় আল্লাহ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন।" (মারয়াম ঃ ৭৫)

২। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, শয়তান তাদের এ কাজে ও শক্তিতে সাহায্যরত। হযরত সুলায়মান (আঃ) তার সৈন্যদেরকে রানী বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসতে বললে ঃ

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ

تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ - (النمل : ٣٩)

"জনৈক দৈত্য-জিন বলল, আপনি আপনার স্থান হকে উপার পূর্বে আমি তা এনে হাজির করব।" (সূরা সমল ঃ ৩৯)

যে সব পর্যটক ভারতবর্ষ সফর করেছে যেমন ইবনে বতুতা ও অন্যান্যরা তারা সেথায় অগ্নিপুজকদের নিকট এ ধরনের অনেক কিছুই দেখেছে।

৩। বিষয়টি কারামত বা বেলায়েতের বিষয় নয়। বরং লোহা দিয়ে শারা শরীরে ঢুকান শয়তানের কাজ যারা গান বাদ্যযন্ত্রের পাশে সমবেত হয়েছিল। কেননা এ সব বাদ্যযন্ত্র শয়তানের বাহন। বেশীর ভাগই যারা এসব করে তারা গুনাহ করে। বরং আল্লাহর সাথে

প্রকাশ্যে শিরক করে। এরা কিভাবে আওলিয়া হতে পারে? হতে পারে কারামতের অধিকারী ? আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ - اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ - (يونس : ٦٢-٦٣)

"জেনে রাখ! নিশ্চয় যারা আল্লাহর ওলী তাদের কোন ভয় নেই চিন্তাও নেই, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে (ইউনুস ঃ ৬২)

সুতরাং ওলী হচ্ছে সেই যে মুমিন ও মুত্তাকী, শিরক ও গুনাহ হতে দুরে থাকে এবং সুখ ও দুঃখে একমাত্র আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাই। তাদের নিকট কারামত জাহির হয় এমনিতেই, কোন রকমের সাহায্য চাওয়া ব্যতিরেকে এবং মানুষদের নিকট তা প্রচার করে নয়।

৪। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) এদের এ ধরনের কার্যকলাপ বর্ণনা করে বলেছেন ঃ তাদের এ ধরনের কাজ কুরআন তিলাওয়াত বা নামায পড়ার সময় সংঘঠিত হয় না। কেননা এগুলি শরীয়ত সম্মত ইবাদত ও ঈমানী কাজ, মুহাম্মদ (সঃ) এর পন্থায় অনুষ্টিত যা শয়তানকে বিতাড়িত করে ... আর ওসব হচ্ছে বিদআতী শিরকী ইবাদত, শয়তানী দার্শনিক কাজ যা শয়তানকে

আকৃষ্ট করে- ডেকে আনে।

৫। একজন খাঁটি মুসলমান এসব ধাপ্পাবাজদের একজনকে বলেছিলেন যারা নিজেদের পেটে রড বা লৌহ ফলক ঢুকিয়ে দেয় যেন তার নিজের চোখে সুঁচ ঢুকায় তখন সে ভীত হয়ে পড়ে ও বিরত থাকে এতে বুঝা যায় যে, তারা বিশেষ ধরনের লৌহখন্ড বা সুঁচ ঢুকায়। এ ধরনের কাজ যারা করত তাদের মধ্যে যারা পরে তওবা করেছে তারা বর্ণনা করেছে যে এটা এক বিশেষ ধরনের যা তাদের শরীরে সামান্যই প্রবেশ করত এবং রক্ত বের হত যা তারা পরে ধুয়ে নিত।

৬। আমাকে এক খাঁটি মুসলমান বর্ণনা করেছেন যিনি এক সৈনিককে নিজের শরীরে রড দিয়ে মারতে দেখেছেন তা ছিল এক বিশেষ ধরনের। যখন ঐ সেনা সদস্যকে তার কমান্ডারের নিকট নেয়া হল তখন কমান্ডার বললেন আমরা তোমার দু'পায়ের উপর লোহার ডাণ্ডার বাড়ি মারব যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে সহ্য করতে পারবে। যখন তাকে মারা শুরু করল তখন চিৎকার দিয়ে কান্নাকাটি শুরু করল, আর করুনা ভিক্ষা করছিল মিনতি করছিল মার সহ্য করতে পারছিল না যা দেখে অন্য সৈনিকরা হাসছিল আর তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছিল।

মদ্যাকথা

লৌহদণ্ড দিয়ে আঘাত করা এটা নবী করীম (সঃ) করেন নি। তাঁর কোন সাহাবী করেন নি, তাবেঈ করেন নি, আর না কোন মুজতাহিদ ইমাম করেছেন। যদি এতে কোন কল্যাণ থাকত তাহলে তাঁরা আমাদের সবার আগে একাজ করতেন। বরং এটা হচ্ছে পরবর্তী বিদআতীদের কাজ, যারা শয়তানের সহয়তায় এসব করছে মহান প্রভুর সাথে শিরক করে। নবী করীম (সঃ) এসব বিদআত সম্পর্কে সর্তক করে বলেছেন ঃ

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٌ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍفِي النَّارِ-(نسائى)

"তোমরা নব আবিস্কৃত বিষয় (বিদআত) হতে সাবধান থেক। কেননা প্রতিটি নতুন আবিস্কৃত জিনিসই হচ্ছে বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা। আর প্রতিটি প্রথভ্রষ্টতার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।" (নাসাঈ, হাদীসটি সহীহ) এসব বিদআতীদের কাজ প্রত্যাখাত, আল্লাহর নিকট গ্রহীত হবে না রসূল (সঃ)-এর এ বাণীর কারণে ঃ

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ- (مسلم)

"যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যা আমাদের তরীকায় নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" (মুসলিম)

এসব বিদআতীরা মৃতব্যক্তি এবং শয়তানদের নিকট সাহায্য চায়, এবং এটা সুস্পষ্ট শিরক। এ সম্পর্কে আল্লাহ সতর্ক করে দিয়েছেন তাঁর এ বাণীতে ঃ

اِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ – (المائدة : ٧٢)

'নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না।' (মায়িদা ঃ ৭২)

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ – (رواه البخارى)

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল।' (বুখারী)

الند শব্দের অর্থ- (তার) মত, শরীক।

যারা এদেরকে বিশ্বাস করবে বা সাহায্য-সহযোগিতা করবে, তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মাওলাবী তরীকা

আমার নিজের দেশে তাদের একটা বিশেষ স্থান আছে। এর নাম মাওলাবী। এটি একটি বিরাট মসজিদ। এতে নামায পড়া হয়। এতে অনেক কবর রয়েছে। কবরগুলি গম্বুজের মত উচু করা হয়েছে। কবর গুলির উপরিভাগ রঙ্গীন পাথর দিয়ে উচুঁ করে তৈরি করা হয়েছে। এতে কুরআন শরীফের আয়াত ও মৃত ব্যক্তির নাম এবং কবিতা লেখা রয়েছে। এরা প্রতি জুমায় বা বিভিন্ন উপলক্ষে এখানে "হযরত" নামক অনুষ্ঠান করে। এরা মাথায় পশমের তৈরি মেটে রংয়ের বিশেষ টুপি পরে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যিকির করে, যা অনেক দুর থেকে শোনা যায়। আমি দেখলাম তাদের একজনকে হালকার মাঝখানে দণ্ডয়মান। সে নিজে বেশ কয়েক বার নিজের অবস্থানে থেকে চারিদিকে ঘুরল। তারা সবাই তাদের শায়খ জালালুদ্দীন রুমী ও অন্যদের নিকট মদদ চাওয়ার সময় মাথা নিচু করে থাকল।

১। আশ্চর্যের বিষয়, অনেক মুসলিম দেশে মসজিদে মৃতকে দাফন করা হয়। এতে ইহুদী খৃষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا- (بخارى)

'আল্লাহ ইহুদী খৃষ্টানদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন। তারা তাদের

নবীদের কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তিনি তাদের একাজ সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন।' (বুখারী)

কবরের নিকট নামায পড়া নিষিদ্ধ রসূল (স) এর এ বাণীর কারণেঃ

لاَ تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا إِلَيْهَا- (مسلم، أحمد)

'তোমরা কবরের উপর বস না এবং তার দিকে নামায পড়না।' (মুসলিম, আহমদ)

কবরের উপর কিছু বানান যেমন গম্বুজ, দেয়াল নির্মাণ ইত্যাদি, এর উপর লেখা, একে পাকা করা সম্পর্কে রসূল (সা) এর নিষেধজ্ঞা রয়েছে। এখানে তার উল্লেখ করা হল ঃ

نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُوَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ- (مسلم)

'কবরকে পাকা করতে এবং এর উপর কিছু তৈরি করতে তিনি নিষেধ করেছেন।' (মুসলিম) অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 'কবরের গায়ে কোন কিছু লিখতে তিনি নিষেধ করেছেন।' (তিরমিযী, হাকেম, ইমাম যাহাবী এ হাদীসকে সমর্থন করেছেন।)

(২) মসজিদে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে যিকির করা এটা পরবর্তী সুফীদের নব আবিস্কৃত পথ (বিদআত)। নবী করীম (স) বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন তাঁর এ বাণীতে ঃ

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ

وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ- (رواه البخارى وأبو داؤد وصححه الألبانى وغيره)

'আমার উম্মতের একটি গোষ্ঠী যিনা, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্র হালাল করে নেবে।' (বুখারী, আবু দাউদ, আলবানী (র) ও অন্যরা হাদীসটিকে সহী বলেছেন)

বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে একমাত্র দফ (ঢোল বিশেষ) ঈদের দিন, বিয়েতে বাজান জায়েয করা হয়েছে।

৩। এসব লোক বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে "নুবা" নামে এক বিশেষ হালকা করে। তা হল বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে যিকির করা। এরা রাত জেগে এটা করে আর মহল্লার লোকজন তাদের বাদ্যযন্ত্রের বিদঘুটে আওয়াজ বিরক্তিরসাথে শোনে।

৪। আমি এদের একজনকে চিনতাম, তার ছেলে মাথায় হ্যাট পরত যা কাফেররা পরে থাকে। আমি চুপিসারে সেটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি। হ্যাট ছিড়ে ফেলায় এ সূফী খুব রেগে যায় এবং আমাকে খুব ভর্ৎসনা করে। আমি তাকে বলি ঃ আমার মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি জেগে ওঠে আপনার ছেলের মাথায় কাফেরদের হ্যাট দেখে। এ বলে তার কাছে ওজর পেশ করি। তিনি তার অফিসে একটা সাইন বোর্ড লটকিয়ে রেখেছিলেন। তাতে লেখা আছে, 'ইয়া হযরত মাওলানা জালাল উদ্দীন!' আমি তাকে বললাম, কিভাবে আপনি শায়খকে আহবান করলেন অথচ তিনি শুনতে পাচ্ছেন না এবং কোন জবাব দিতে পারছেন না ? তিনি চুপ করে রইলেন। (এ হচ্ছে মাওলাবী তরীকার সংক্ষিপ্ত কথা।)

সূফী সাহেবের অদ্ভুত আলোচনা

আমি একবার এক শায়খের সাথে এক মসজিদে আলোচনা অনুষ্ঠানে গেলাম। সেখানে বেশ কিছু শিক্ষক-মাশায়েখ উপস্থিত ছিলেন। তারা একটি গ্রন্থ পাঠ করছিলেন, যার নাম "উপদেশ বাণী" (আল হিকাম), লেখক ইবনে উজাইবা। আলোচনাটি ছিল সুফীদের নিকট "নাফসের তারবিয়ত" তাদের একজন উক্ত গ্রন্থ হতে এই আশ্চর্যজনক ঘটনাটি পাঠ করেন।

"এক সুফীসাহেব এক হাম্মামে (হাম্মাম এক বিশেষ ধরনের গোসলখানা। যাতে গরম পানি সহ গোসলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।) প্রবেশ করে। ঐ সুফী যখন বের হয় তখন গোসলখানার মালিক যে তোয়ালেটা তাকে দিয়েছিল তা চুরি করে নিয়ে আসে। সে এর আঁচল একটুখানি বের করে রাখে যাতে লোকজন দেখে তাকে গালিগালাজ করে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নফসকে অপমানিত করা এবং সুফী তরীকায় প্রশিক্ষণ দেয়া। বাস্তবেই সুফী বের হল গোসল খানা থেকে। তাকে যখন হাম্মামের মালিক দেখল কাপড়ের ভেতরে করে গোসলখানার তোয়ালে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, তখন তাকে লোকজনের সামনে গালিগালাজ করল- অপমান করল। আর লোকজন সব চেয়ে চেয়ে দেখল, ঐ সুফী তোয়ালে চুরি করে অপমানিত হচ্ছে। তারাও তার উপর চড়াও হয়ে গালমন্দ করল, যেমনটি চোরের সাথে করা হয়ে থাকে। তারা ঐ সুফী সম্পর্কে একটা খারাপ ধারনা নিয়ে গেল।

আরেক সুফী চাইল তার নফসকে অপমানিত করে তারবিয়াত দিতে। তাই সে ঘাড়ে একটা ব্যাগ রেখে তাতে বাচ্চাদের কাছে প্রিয়

বরই জাতীয় এক প্রকার ফল নিয়ে বের হল। রাস্তায় ছোট বাচ্চার সাথে দেখা হলেই বলে, আমার মুখে একটু থু থু দাও তাহলে তোমাকে বরই দেব। তখন বাচ্চাটি তার মুখের উপর থু থু দিলে তাকে বরই দিত। এভাবে বাচ্চারা বরই এর লোভে শায়খের মুখে থু থু দিয়ে চলল আর শায়খও বাচ্চাদের থু থু মুখের উপর পেয়ে খুব খুশী হল।"

আমি এ দুটি ঘটনা শুনে ভীষণ রেগে গেলাম। এ ধরনের ভ্রান্ত তররিয়াতের কথা শুনে আমার অন্তরটা সংকুচিত হয়ে পড়ল যে, ইসলাম এধরনের ভ্রান্ত প্রশিক্ষণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কেননা ইসলাম মানুষকে সম্মান দিয়েছে আল্লাহর এ বাণীর মাধ্যমেঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ- (بنى اسرائيل : ٧٠)

'আমি মানব সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে বহন করেছি।' (বনী ইসরাঈল ঃ ৭০)

সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর আমার সাথে যে শায়খ ছিলেন তাঁকে বললাম, এটাই কি সুফীদের নাফসকে প্রশিক্ষণ দেয়ার পদ্ধতি? নিষিদ্ধ চুরির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ। যে চুরির অপরাধে হাত কাটার বিধান রয়েছে? আর এভাবে অপমানিত লাঞ্ছিত এবং ঘৃণিত কাজ করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ? ইসলাম এধরনের কাজকে অস্বীকার করে। সুস্থ বিবেক ও জ্ঞান এ ধরনের কাজকে সমর্থন করে না, যে জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করেছেন। আর এটাই কি

উপদেশ বাণী (হিকাম) যার নাম করন করা হয়েছে ? এখানে উল্লেখ্য যে, যে শায়খ এই দারস পরিচালনা করেন তার অনেক অনুসারী ও ছাত্র রয়েছে। তিনি একবার ঘোষণা করলেন, তিনি হজ্বে যাচ্ছেন। তখন তার অনুসারী ও ছাত্ররা তাঁর নিকট ছুটে গেল নিজেদের নাম লিখাতে তাঁর সাথে হজ্বে যাওয়ার জন্য। টাকা পয়সা জমা দিতে লাগল। এমনকি মহিলারা পর্যন্ত নিজেদের গয়নাপত্র বিক্রি করে তাঁর কাছে টাকা পয়সা জমা দিয়ে নাম লিখালেন। টাকা পয়সা জমা দানকারীদের সংখ্যা অনেক হল। শায়খের নিকট অনেক টাকা পয়সা জমা হল। এরপর তিনি ঘোষণা করলেন হজ্বে যাওয়া হচ্ছে না, কিন্তু তিনি কারো টাকা পয়সা ফেরত দিলেন না। সবার টাকা মেরে দিলেন। তাঁর ব্যাপারে মহান আল্লাহর এ বাণী প্রযোজ্য হল ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ... – (التوبة : ٣٤)

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই এমন অনেক পাদ্রী পুরোহিত রয়েছে যারা লোকদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথে চলতে বাধা দান করে ...।" (তাওবা ঃ ৩৪)

আমি তার একজন অত্যন্ত ধনশালী অনুসারীকে শেখ সম্পর্কে বলতে শুনেছি, মস্তবড় মিথ্যুক ধোকাবাজ!

মসজিদে সুফীদের যিকির

১. একবার আমি সুফীদের এক যিকিরের মাহফিলে উপস্থিত হলাম আমাদের মহাল্লার মসজিদে। তাদের এক সুকণ্ঠ ব্যক্তি এসে যিকিরের মাঝে কবিতা ও ইসলামী সঙ্গীত পাঠ করতে লাগল সুললিত কণ্ঠে। মহল্লার লোকজন উপস্থিত ছিল। আমি এই সুফীর নিকট থেকে যা শুনেছি তা থেকে মনে পড়ে একটি কবিতা, যাতে সে বলছিল, হে অদৃশ্যের লোকেরা আমাদের সাহায্য কর, আমাদের উদ্ধার কর! আমাদের মদদ কর .... এ ধরনের অনেক প্রার্থনা ও যাঞ্চা। মৃত ব্যক্তির নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা বা চাওয়া হচ্ছে মহান আল্লাহর সাথে কুফরী করা। মৃতরাতো কোন জবাব দিতে পারে না এবং কোন ধরনের উপকার করতে পারে না, না নিজেদের আর না অন্যদের। মহাগ্রন্থ আল কুরআন এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে ঃ

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ- اِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَ يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ ج وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ط وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ-

‘তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও

অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শোনে না। শুনলেও সে ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের সে শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহর ন্যায় তোমাদের কেউ অবহিত করতে পারবে না।' (ফাতির ঃ ১৩-১৪) যিকির শেষ হবার পর সেখান থেকে বের হয়ে যিকিরে শরীক সে মসজিদের ইমামকে বললাম যিনি, এই যিকিরকে যিকির বলা উচিত নয় এবং এটি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা বা দোয়া নয়। আমিতো এতে আল্লাহ অদৃশ্য ব্যক্তিদের কাছে প্রার্থনা করতে দেখলাম। অদৃশ্য ব্যক্তিরা কারা,? যারা আমাদের সাহায্য করতে পারে, উদ্ধার করতে পারে, সহায়তা করতে পারে? তখন শায়খ চুপ করে থাকলেন। এদের জন্য আল্লাহর বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلاَ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ - (الأعراف : ١٩٧)

'আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে তারা তাদের কোন সাহায্য করতে সক্ষম নয় এমনকি নিজেদেরও তারা কোন সাহায্য করতে পারে না।' (আরাফ ঃ ১৯৭)

২. আমি আরেকবার অন্য এক মসজিদে যাই। সেখানে এক সুফী সাহেবের অনেক অনুসারী এবং সাধারণ মুসল্লী ছিল। নামাযের পর তারা যিকির করতে দাঁড়াল। যিকির করতে করতে নাচতে আরম্ভ

করল আর জোরে জোরে চিৎকার করে আল্লাহু-আঁহ্-হী-!! বলতে থাকল। এরপর শায়খের নিকট কবিতা গায়ক এগিয়ে এসে তার সামনে নাচতে, ঢলাঢলি করতে লাগল। মনে হয় যেন একজন গায়ক বা নর্তকী। সে শায়খের গুণকীর্তন করে গজল গাচ্ছিল আর শায়খ তার দিকে সন্তুষ্ট চিত্তে হাসিমুখে চেয়ে রয়েছিল।

সুফীরা মানুষের সাথে কেমন আচরণ করে

১। এক সুফী সাহেবের মুরীদের নিকট থেকে একটা দোকান কিনেছিলাম। তার সাথে চুক্তি ছিল, তিনি কাউকে এটা ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন। ভাড়াটিয়া যদি ভাড়া দিতে কোনরূপ টালবাহানা করে তাহলে তিনি জামিনদার হয়ে ভাড়া পরিশোধ করবেন। তিনি তাতে রাজি হলেন। বেশ কিছুদিন পর ভাড়াটিয়া আর ভাড়া দেয় না। তখন আমি পূর্বের মালিকের দ্বারস্থ হলাম যার কাছ থেকে দোকানটি কিনেছিলাম। তিনি আমাকে প্রত্যাখান করে বললেন যে, তার কাছে কোন টাকা পয়সা নেই। এর কয়েকদিন পর ঐ সুফী সাহেব তার শায়খের সাথে হজ্বে চলে গেলেন। আমি এতে আশ্চর্য হলাম এবং বুঝলাম সে মিথ্যুক। এরপর আমি শায়খের কতিপয় মুরীদের নিকট অভিযোগ করলাম যে, তিনি এমন এক লোকের কাছে দোকান ভাড়া দিলেন, যে কোন ভাড়া দেয় না, তাকে বললাম তিনি কিছু করলেন না। আমাকে বললো তার সাথে কি করা

যাবে ? যদি সত্যিই তিনি ইনসাফকারী হতেন তাহলে তাকে ডেকে লোকের পাওনা আদায় করার জন্য চাপ দিতেন। আমি ঐ লোকের ওখানে যাতায়াত করতে লাগলাম। তার আবার কাপড়ের মিল ছিল। তার এক মুরীদ আমাকে দেখে চিনতে পারল এবং জানতে পারল যে, আমি তার বন্ধুর খোঁজ করছি। আমি তার নিকট তার বন্ধুর খোজ-খবর জানতে চাইলে আমাকে তার ব্যাপারে কোন তথ্য তো দিলই না, বরং আমাকে আজেবাজে অশ্লীল কথাবার্তা বলল। আমি তাকে পরিত্যাগ করলাম আর মনে মনে বললাম এটাই হচ্ছে সুফীদের চরিত্র। রসূল (স) এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এ বলে ঃ

اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا : اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَاِذَاوَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَاخَاصَمَ فَجَرَ – متفق عليه

‘চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে প্রকৃত মুনাফিক। আর যার মাঝে একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, তার মাঝে মুনাফিকির স্বভাব থেকে যাবে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। (১) যখন কথা বলবে, মিথ্যা বলবে। (২) যখন ওয়াদা করবে, ওয়াদা ভঙ্গ করবে (৩) যখন চুক্তি করবে চুক্তি লংঘন করবে এবং (৪) যখন বিতর্ক করবে, অশ্লীল ভাষায় ঝগড়া করবে।’ (বুখারী, মুসলিম)

সঠিক তাওহীদের পথ কিভাবে পেলাম ?

আমি আমার শায়খের নিকট, যার কাছে হাদীস পড়েছি, ইবনে আব্বাসের এ হাদীসটি পড়ছিলাম ঃ

وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ اللّٰهِ - (رواه الترمذى وقال حسن صحيح)

'যখন তুমি কিছু চাইবে, আল্লাহর নিকটই চাইবে এবং যখন কোন সাহায্য চাইবে তখনও আল্লাহর নিকটই চাইবে।' (তিরমিযী, তিনি এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন)

আমি ইমাম নববীর ব্যাখ্যা দেখে প্রীত হয়েছি। তিনি বলেছেন, যদি প্রয়োজনটি এমন হয় যা স্বভাবতই কোন সৃষ্টির হাতে নেই যেমন হেদায়েত প্রাপ্তি, জ্ঞান, রোগীকে আরোগ্য দান করা, সুস্থতা, নিরাপত্তা লাভ তা অবশ্যই আল্লাহর নিকট চাইতে হবে। এ সব কোন সৃষ্টির নিকট চাওয়া ও তার উপর নির্ভর করা দোষণীয়-ঘৃণিত।

আমি শায়খকে বললাম এ হাদীস ও এ ব্যাখ্যায় প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয নয়। তিনি বললেন ঃ বরং জায়েয। আমি বললাম আপনার দলীল কি ? তখন শায়খ রেগে গিয়ে চিৎকার করে বললেন, "আমার ফুফু বলেন, 'হে শায়খ সা'দ', (যিনি মসজিদে করবস্থ আছেন তার কাছে সাহায্য চাই) আমি তাকে বলি, হে ফুফু! আপনাকে শায়খ সা'দ কোন

উপকার করে দেন ? ফুফু! বলেন, আমি তাকে ডাকি তিনি আল্লাহর নিকট হস্তক্ষেপ করে আমাকে আরোগ্য দান করেন!!"
আমি তাকে বললাম, আপনি একজন বিদ্যান ব্যক্তি, জীবনভর কাটিয়ে দিলেন কিতাব পড়ে পড়ে, অতপর আপনি আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করেন আপনার এক অজ্ঞ-মুর্খ ফুফুর নিকট থেকে? তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি উমরা করতে যাও আর সেখাণ থেকে ওহাবীদের বইপত্র নিয়ে আস!
আমি ওহাবী সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, শুধুমাত্র যা মাশায়েখদের নিকট শুনেছি। তারা তাদের ব্যাপারে বলতেন, ওহাবীরা সব মানুষের বিরোধী। তারা ওলীদের ও তাদের কেরামতে বিশ্বাস করে না। তারা রসূল (স) কে ভালবাসে না। এ ধরনের মিথ্যা অপবাদ। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়ার ওপর ঈমান আনা যদি ওহাবী পন্থা হয়ে থাকে এবং একমাত্র আরোগ্যদাতা যদি আল্লাহ হন তাহলে অবশ্যই আমাকে এ ব্যাপারে জানতে হবে। এদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে লোকজন বলল, তারা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উমুক স্থানে একত্রিত হয়ে তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ এর আলোচনা পেশ করেন। অতপর আমি আমার সন্তানদেরকে এবং কতিপয় শিক্ষিত যুবককে সাথে নিয়ে তাদের ওখানে গেলাম। আমরা সেখানে গিয়ে এক বড় রুমে বসলাম এবং আলোচনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর এক বৃদ্ধ শায়খ সেখানে প্রবেশ করলেন। তিনি প্রবেশ করে আমাদের সালাম দিলেন এবং ডানদিক থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেকের সাথে মুসাফাহ করলেন, তারপর তিনি তাঁর আসনে বসলেন। তাঁর সম্মানে কিন্তু

কেউ উঠে দাঁড়ায় নি। আমি মনে মনে বললাম, এ শায়খ খুবই বিনয়ী ,তাঁর জন্য কেউ দাঁড়াক তা তিনি পছন্দ করেন না।

শায়খ তাঁর আলোচনা শুরু করলেন ঃ ইন্নাল হাম্মদা ..... নবী করীম (সঃ) এর মসনুন খুতবা দিয়ে, যা দিয়ে নবী (স) আলোচনা শুরু করতেন। এরপর তিনি আরবীতে আলোচনা শুরু করলেন। হাদীস পাঠ করলেন তারপর এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। বর্ণনাকারীর উপর আলোকপাত করলেন যখন নবী করীম (স) এর নাম উচ্চারিত হচ্ছে সাথে সাথে দরুদ পড়ছেন। সবশেষে তাঁর নিকট লিখিত প্রশ্নপত্র দেয়া হলে তিনি এর জবাব কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা দিতে থাকলেন। উপস্থিত কেউ কেউ কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারও জবাব দিলেন, কাউকে প্রত্যাখ্যান করলেন না। আলোচনা শেষে তিনি বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যে, আমরা মুসলমান এবং সালাফী অর্থাৎ যারা সালাফে সলেহীনদের- রসূল ও তাঁর সাহাবীদের অনুসরণ করি। কতিপয় লোক বলে আমরা ওহাবী। আর এটা হচ্ছে উপনামে ডাকা যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা নিষেধ করেছেন এ বাণীর মধ্যমেঃ

وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالأَلْقَابِ - (الحجرات : ١١)

'তোমরা কাউকে উপনামে ডেকো না।' (হুজুরাত ঃ ১১)

ইতপূর্বে হযরত ইমাম শাফেয়ীকে (র) রাফেজী বলে অপবাদ দেয়া হলে তিনি তা খণ্ডন করে বলেন ঃ

إن كان رفضا حبُّ آل محمد   فليشهد الثقلان أنى رافضى

'যদি মুহাম্মাদ এর বংশধরকে ভালবাসা রাফেজী হয়

তাহলে মানুষ ও জিন সাক্ষী থাকুক আমি রাফেজী।'

বর্তমানে যারা আমাদেরকে ওহাবী বলে অভিযুক্ত করে আমরা তাদের জবাব দেয় কবির এ পংক্তি দিয়ে ঃ

إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنى وهابى

'যদি আমহদ (স) এর অনুসরণ করা ওহাবী হয়ে থাকে

তাহলে আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি যে, আমি ওহাবী।'

আলোচনা শেষে যুবকদের সাথে বের হয়ে এলাম আমরা সকলেই শায়খের জ্ঞান ও বিনয় দেখে অভিভুত। একজনকে বলতে শুনলাম ঃ 'ইনিই হচ্ছেন প্রকৃত শায়খ।'

ওহাবীর অর্থ

তাওহীদের শত্রুরা খাঁটি তাওহীদ পন্থীকে ওহাবী বলে চিহ্নিত করে ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব এর সাথে সম্পৃক্ত করে। যদি তারা সত্যবাদী হতো তাহলে বলত মুহাম্মদী- মুহাম্মদ এর সাথে সম্পৃক্ত করে। আল্লাহর ইচ্ছা যে ওহাবী শব্দটি সম্পৃক্ত হয়েছে ওহাব (وهاب) এর সাথে। আর ওহাব হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার উত্তম নাম সমূহের একটি, যার অর্থ দাতা বা দ্বানকারী। সুফীরা সম্পৃক্ত হচ্ছে সুফ বা পশম ব্যবহারকারীর সাথে আর ওহাবীরা সম্পৃক্ত হচ্ছে ওহাব বা আল্লাহর সাথে যিনি তাকে দান করেছেন (وَهَبَ ওহাবা) তাওহীদ- একত্ববাদ। আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকার সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁর বিশেষ মেহেরবানীতে।

এক সুফী সাহেবের সাথে বিতর্ক আলোচনা

১। আমি যে শায়খের নিকট পড়তাম তিনি যখন জানলেন যে, আমি সালাফীদের নিকট গিয়েছিলাম এবং শায়খ নাসেরুদ্দীন আলবানীর নিকট গিয়ে তাঁর আলোচনা শুনেছি তখন খুবই ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি ভয় করছিলেন যে, আমি তাকে পরিত্যাগ করে চলে যাব! বেশ কিছুদিন পর আমার এক প্রতিবেশী আমার কাছে এল মসজিদের আলোচনায় উপস্থিত করার জন্য। আলোচনা হবে মাগরিবের পরে। তিনি আমাদের গল্প শুনাতে শুরু করলেন যে তিনি শুনেছেন এক সুফী সাহেবের দরসে যে, তার এক ছাত্রের স্ত্রীর কষ্ট হচ্ছিল প্রসবকালীন সময়ে, তখন তিনি এই ছোট শায়খের (অর্থাৎ নিজেকে উদ্দেশ্য করলেন) নিকট সাহয্য চাইলে বাচ্চা হল এবং কষ্ট দুর হয়ে গেল। আমরা যার কাছে আলোচনা শুনছিলাম সে শায়খকে বললাম এটাতো শিরক। তিনি বললেন চুপ কর চুপ কর। তুমি শিরক কি জান, তুমি হচ্ছ একজন কর্মকার (কামার)। আমরা হলাম মাশায়েখ। আমরা তোমার চেয়ে বেশী জানি। অতপর শায়খ উঠে তাঁর নিজের কামরার দিকে চলে গেলেন এবং ইমাম নববীর লেখা "আল আযকার" গ্রন্থটি এনে হযরত ইবনে উমর (রা) এর ঘটনাটি পড়তে লাগলেন যে, যখনই তাঁর পা ফেটে যেত তখন বলতেন ইয়া মুহাম্মদ (হে মুহাম্মদ) তাহলে কি তিনি শিরক করেছেন ? এক ব্যক্তি তখন তাকে বললেন এটি জয়ীফ, সহীহ ঘটনা নয়। তখন শায়খ

রেগে চিৎকার করে বললেন তুমি সহীহ জয়ীফ জান না, আমরা উলামা, আমরা জানি। তারপর তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং আমাকে বললেন ঃ যদি এই লোক আবার উপস্থিত হয় তাহলে তাকে হত্যা করব! আমরা মসজিদ হতে বের হয়ে এলাম। সে ভদ্রলোক আমাকে বললেন, যেন আমি তার সাথে আমার ছেলেকে পাঠাই। সে 'আযকার' গ্রন্থটি নিয়ে আসবে। এটি সম্পাদনা করেছন শেখ আবদুল কাদের আরনাউত। আমার ছেলে গিয়ে তা নিয়ে এসে আমাকে দিল। আমি দেখলাম সম্পাদক সাহেব লিখেছেন ঘটনাটি জয়ীফ, সঠিক নয়। পরের দিন আমার ছেলেকে দিয়ে বইটি শায়খের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি দেখলেন ঘটনাটি সঠিক নয়। কিন্তু তিনি নিজের ভুল স্বীকার না করে বললেন এটা হচ্ছে ফাযায়েলে আমলের অন্তর্ভুক্ত। এতে দুর্বল হাদীস গ্রহণ করা যায়। আমি বলছি এটা ফাজায়েলে আমলের অন্তর্ভুক্ত নয় যেমনটি শায়খ ধারণা করেছেন বরং এটি আকিদা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত, এতে কোন দুর্বল জয়ীফ হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম নববীসহ আরো অনেকে ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসও গ্রহণ করা যাবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

পরবর্তীতে যারা ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীস গ্রহণের কথা বলেছেন তাতে এমন কতিপয় শর্ত জুড়ে দিয়েছেন যা পাওয়া বড় ভার। আর এ ঘটনাটি হাদীস নয় এবং এটি কোন ফাযায়েলে

আমলও নয়, বরং এটি আকিদা বিশ্বাসের ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত যা পুর্বেই উল্লেখ করেছি। পরের দিন আমরা দারসের ওখানে গেলাম নামায শেষ করে শায়খ মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে গেলেন। তার পূর্ব অভ্যাসের মত আজ আর দারসে বসলেন না।

২। শায়খ চেষ্টা করতে লাগলেন আমাকে নিশ্চিত করতে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া জায়েয যেমন- তাঅস্সুল এজন্য তিনি আমাকে কিছু কিছু বইপত্র দিতে শুরু করলেন। এর মধ্যে একটি গ্রন্থ হল জাহিদ কাওসারী প্রণীত "তাঅসসুল এর ব্যাপারে সঠিক কথা'। আমি পড়ে দেখলাম। দেখলাম তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয করা হয়েছে। وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ اللّٰه –

"যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর নিকটই চাইবে।" হাদীসটি উল্লেখ করে কওসারী বলেছেন, এর বর্ণনা ধারা ভীত্তিহীন অর্থাৎ জয়ীফ এজন্য এ হাদীস গ্রহণ করিনি। অথচ সঠিক কথা হল যে, ইমাম নব্বী এটি তার আরবায়ীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেখান এটির নম্বর হল ১৯ তম। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণন করেছেন। তিনি এটি সম্পর্কে বলেছেন, হাসান সহীহ এবং ইমাম নববী সহ অন্যান্য আলেমগণ এর উপর নির্ভর করেছেন। আমি কাওসারীর ব্যাপারে আশ্চর্য হলাম যে, কি ভাবে তিনি হাদীস প্রত্যাখান করেছেন। যেহেতু এটি তার আকীদার পরিপন্থী হয়েছে। এ ঘটনায় তার প্রতি ও তার আকীদার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছি এবং সালাফী ও তাদের

আকীদার প্রতি ভালবাসা বেড়েছে, যে আকীদা আল্লাহ অন্য করো নিকট সহায্য চাওয়া নিষেদ্ধ করেছে পূর্ববর্তী হাদীস ও নিম্নোক্ত আল্লাহ তায়ালার বাণীর কারণে ঃ

وَلاَتَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّه مَالاَيَنْفَعُكَ وَلاَيَضُرُّكَ فَانِْ فَعَلْتَ فَانَّكَ اذًا مِّنَ الظّلمِيْنَ- (يونس : ١٠٦)

'তুমি আল্লাহ অন্য কাউকে ডেক না, যে তোমার না কোন উপকার করতে পারে আর না কোন ক্ষতি করতে পারে। যদি তুমি তা কর, তাহলে তুমি অত্যাচারীদের অর্ন্তভুক্ত হবে।' (ইউনুস ঃ ১০৬)

নবী করীম (স) বলেন ঃ

الدعاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ - (رواه الترمذى وقال حسن صحيح)

"দোয়া হল ইবাাদত।" (তিরমিযী, হাদীসটি হাাসান সহীহ)

৩। যখন আমার শায়খ দেখলেন যে, আমি তাঁর দেয়া বই পত্র ও বিষয়টিতে আস্থা রাখিনি তখন তিনি আমাকে পরিত্যাগ করলেন এবং আমার ব্যাপারে প্রচার শুরু করলেন যে, সে ওহাবী তার ব্যাপারে সতর্ক থেকো। আমি মনে মনে বললাম, আমাদের নেতা মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে তারা বলেছিল যাদুকর, পাগল। তারা ইমাম শাফেয়ীকে বলেছিল রাফেজী। তিনি তাদের প্রতিবাদ করে বলেছিলেন ঃ

'মুহাম্মদের বংশধরকে ভালবাসা যদি রাফেজী হয় তাহলে

মানব-দানব সাক্ষী থেক আমি হলাম রাফেজী।' একজন খাঁটি তাওহীদ পন্থীকে ওহাবী বলে অভিযুক্ত করলে তিনি তার প্রতিবাদে বলেছিলেন ঃ

'যদি আমহদ (স) এর অনুসরণ করা ওহাবী হয়ে থাকে
তাহলে আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি যে, আমি ওহাবী।'
আমি আমার ইলাহ্ সাথে শরীক অস্বীকার করছি। সুতরাং
আমার একক প্রভু হলেন ওহাব (দাতা)
কোন গম্বুজের কাছে কিছু চাওয়া নয়
কোন কবর, প্রতিমার কাছে মাথা নত নয়।

আমি সেই মহান প্রভুর প্রশংসা করছি যিনি আমাকে সঠিক তাওহীদের পথ দেখিয়েছেন এবং সালাফে সালেহীনদের আকিদার দিশা দিয়েছেন। আমি তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করলাম এবং মানুষের মাঝে প্রচার শুরু করলাম মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতার আদর্শ যা দিয়ে তিনি তাঁর দাওয়াত শুরু করেছিলেন মক্কায়, যেখানে তিনি সুদীর্ঘ তের বছর তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এর জন্য কষ্ট পেয়েছিলেন, ভোগ করেছিলেন নির্যাতন। তবুও তাঁর সাহাবীদের নিয়ে দৃঢ়পদে সবর এখতিয়ার করেছিলেন। যার ফলে তাওহীদের প্রসার ঘটে এবং আল্লাহর অশেষ করুনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

তাওহীদ সম্পর্কে সুফীদের অবস্থান

১. আমি একবার এক বড় শায়খের নিকট গেলাম। তাঁর অনেক অনুসারী ও ছাত্র রয়েছে। তিনি এক বিরাট মসজিদের ইমাম ও খতীব। আমি তাঁর সাথে দোয়া সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু করলাম যে, দোয়া হচ্ছে ইবাদত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট দোয়া করা জায়েয নয়। আমি তাঁর নিকট কুরআনের এ দলীলটি পেশ করলামঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهِ فَلاَ يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيْلاً- أُولئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا- (بنى اسرائيل : ٥٦-٥٧)

'বলুন, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে কর, তাদেরকে আহ্বান কর। অথচ ওরাতো তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মাধ্যম তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে বেশী নিকটবর্তী। তারা তাঁর রহমতের আশাা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ।' (বনী ইসরাঈল ৫৬-৫৭) আমি বললাম, 'তারা যাদেরকে ডাকে' বলতে কি বুঝায়? তিনি

বললেন মুর্তি বা প্রতিমা। আমি বললাম, এর উদ্দেশ্য ওলী ও সৎবান্দাগণ। তিনি বললেন তাহলে তফসীর ইবনে কাসীর দেখি সেখানে কি বলা হয়েছে। তিনি তাঁর লাইব্রেরী হতে ইবনে কাসীর বের করলেন। সেখানে মুফাসসির সাহেব বলেন ঃ এতে অনেক মত রয়েছে। এর মাঝে সঠিক বর্ণনা হচ্ছে বুখারীর। তিনি তাতে বলেন ঃ জীনদের কতিপয় ব্যক্তি এটা বলেছে, যাদেরকে পূজা বা ইবাদত করা হত। অতপর তারা ইসলাম গ্রহণ করে। অপর বর্ণনায় রয়েছে কিছু মানুষ কিছু জীনের ইবাদত করত অতপর জিনেরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং এরা তাদের দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে থাকে।
অতপর শায়খ বললেন ঃ আপনার সাথেই সত্য রয়েছে। তাঁর এ স্বীকারোক্তিতে খুশী হলাম যা শায়খ বললেন। তারপর আমি তাঁর কামরায় যাতায়াত শুরু করলাম। একদিন আমি তাঁর ওখানে বসা আছি। হঠাৎ তাঁর কথা শুনে চমকে উঠলাম। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে বলছেন যে, ওহাবী হচ্ছে অর্ধ কুফরী। কেননা তারা রূহে বিশ্বাস করে না। আমি মনে মনে বললাম শায়খ তার পদমর্যাদার ব্যাপারে ভীত হয়ে সঠিক পথ থেকে ফিরে গেছেন এর ওহাবীদের ব্যাপারে মিথ্যাচার করছেন। রূহ এর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস ওহাবীরা অস্বীকার করে না। কেননা তা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করার বা কোন জীবিত ব্যক্তির উপকার করার বা তাদের ভাল মন্দ করার ক্ষমতা রূহের আছে এ কথা তারা অস্বীকার করে। কেননা এগুলি হচ্ছে শিরকে আকবার বা মহা শিরক যা কুরআন শরীফে মৃতদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ- اِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَ يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ ج وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ط وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ-

(فاطر : ١٣-١٤)

'তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শোনে না। শুনলেও সে ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের সে শিরক অস্বীকার করবে।' বস্তুত আল্লাহর ন্যায় তোমাদের কেউ অবহিত করতে পারবে না।" (ফাতির ঃ ১৩-১৪)

মৃত ব্যক্তিরা কোন ক্ষমতা রাখে না এ আয়াত তার অকাট্য প্রমাণ। তারা অন্য কারো আহবান বা ডাক শুনতে পায় না। যদি ধরে নেয়া হয় যে তারা শুনতে পায় তাহলেও তারা এর ডাকে কোন সাড়া দিতে সক্ষম নয়। তারা কিয়ামতের দিন এই শিরককে অস্বীকার করবে বলে এ আয়াত স্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছে ঃ

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ - (فاطر : ١٤)

'কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের এ শিরককে অস্বীকার করবে।' (ফাতির ১৪)

২. আমি আমার মহল্লার মসজিদে কতিপয় শায়খের সাথে কুরআন নিয়ে ফজরের পর আলোচনা করতাম। তাঁরা সকলেই কুরআনের

হাফেজ। যখন আমরা এ আয়াতের কাছে এলাম ঃ

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّٰهُ - (النمل : ٦٥)

'বলুন, আকাশ ও জমীনে অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।' (নমল ঃ ৬৫) তখন আমি বললাম এ আয়াত অকাট্য দলীল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অদৃশ্যের (গায়েবের) সংবাদ জানেনা। তাঁরা সবাই একবাক্যে বলে উঠলেন যে, ওলীগণ গায়েব জানেন। আমি তখন বললাম, আপনাদের দলীল কী? তখন তারা একে একে কিস্‌সা বলা শুরু করল যে, এই গল্প লোকদের মুখে শুনেছে। উমুক ওলী গায়েবের খবর বলেছে। আমি তাদেরকে বললাম এসব কাহিনী মিথ্যা হতে পারে, দলীল হতে পারে না। আর বিশেষ করে যখন তা কুরআনের পরিপন্থী হয়। সুতরাং আপনারা কিভাবে তা গ্রহণ করতে পারেন? আর কুরআনকে পরিত্যগ করেন ? কিন্তু তারা আমার কথায় সন্তুষ্ট হলেন না, তারা চিৎকার শুরু করলেন এবং রেগে গেলেন। আমি তাদের একজনকেও পেলাম না, যে কুরআনের আয়াতকে গ্রহণ করলেন। বরং তারা বাতিলের উপর একমত থাকলেন আর তাদের দলীল হল কুসংকারাচ্ছন গল্প, যার কোন ভিত্তি নেই। মানুষের মুখে মুখে শুনে আসা গল্প। আমি মসজিদ হতে বের হয়ে এলাম।

পরদিন আর তাদের ওখানে গেলাম না। বরং আমি বাচ্চাদের সাথে বসে কুরআন পড়লাম। যারা কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করে না এবং নিজদের বিকৃত আকীদা বিশ্বাসকে ঠিক করে না ঐসব

হাফেজদের সাথে বসার চেয়ে আমার জন্য এটিই উত্তম। একজন মুসলিমের উপর এটা ওয়াজিব যে, আল্লাহ্ তায়ালার এ বাণীর প্রতি আমল করে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা ঃ

وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ- (الأنعام : ٦٨)

"আর শয়তান যদি আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তাহলে স্মরণ হবার পর আর ঐ জালেমদের সাথে বসবেন না।" (আনয়াম ঃ ৬৮)

এ অত্যাচারীরা আল্লাহ্র সাথে অন্য বান্দাদের শরীক করছে যে তারা গায়েবের বিষয় জানে, অথচ আল্লাহ তাঁর রসূলকে সম্বোধন করে তাকে বলতে নির্দেশ করেছেন ঃ

قُلْ لاَ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلاَ ضَرًّا اِلاَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ ط وَلَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ج وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ ج اِنْ اَنَا اِلاَّ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ - (الأعراف : ١٨٨)

"বলুন, একমাত্র যা আল্লাহ চান তা ব্যতীত আমি আমার নিজের জন্য কোন উপকার করতে পারি না, পারি না কোন ক্ষতি করতে। আমি যদি অদৃশ্যের ব্যাপারে জানতাম তাহলে নিজের জন্য বহু কল্যাণ নিতে পারতাম আর আমাকে কোন বিপদাপদ স্পর্শ করতে পারত না। আমিত মূলত যারা ঈমান গ্রহণ করেছে তাদের ভীতি প্রদর্শনকারী জাহান্নাম হতে এবং জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী।

(আরাফ ঃ ১৮৮)

৩. আমি আমার বাসার নিকটে এক মসজিদে নামাজ পড়ছিলাম। মসজিদের ইমাম সাহেব আমাকে চিনেন। আমার নিকট তিনি তাওহীদের দাওয়াত পেয়েছিলেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট দোয়া করা যাবে না। তিনি আমাকে একটি বই দেন যার নাম "ওহাবীদের প্রতি যথার্থ জবাব।" লেখক হলেন একজন সুফী সাহেব। আমি বইটি আদ্যপান্ত খুবই ভালভাবে পড়লাম। তাতে দেখি যে, লিখক বলছেন, কতিপয় লোক রয়েছে যারা কোন কিছু হতে বললে সাথে সাথে তা হয়ে যায়। আমি এই মিথ্যা কথায় খুবই আশ্চর্য হলাম। কেননা এটা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার একক গুণ। কোন মানুষ সামান্য একটা মাছি তৈরী করতেও সক্ষম নয়। বরং মাছি যে খাবারটুকু নিয়ে যায় সেটুকুও উদ্ধার করে আনতে সক্ষম নয়। আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টির দুর্বলতা বর্ণনা করে বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ ط
اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا
وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ ط وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ
وَالْمَطْلُوْبُ - (الحج : ٧٣)

'হে মানব জাতি! একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে সুতরাং তোমরা তা শুন। নিশ্চয় যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে তারাতো

একটা মাছিও সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়, যদিও তারা এর জন্য একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কোন কিছু নিয়ে যায় তাহলে তারা তা উদ্ধার করতেও অক্ষম। অন্বেষণকারী এবং সে যাকে অন্বেষণ করে সবাই দুর্বল'। সূরা আল-হজ্জ : ৭৩

আমি বইটি তার মালিকের নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি আমার সাথে (ছোট বেলায়) হিফজখানায় কুরআন হিফজ করেছিলেন। আমি তাকে বললাম ঃ এই শায়খ দাবী করছেন যে, কতিপয় লোক যদি কোন কিছু হতে বলে ; তাহলে তা হয়ে যায় ! এটা কি সঠিক ? তিনি আমাকে বল্লেন ঃ হ্যাঁ। একদা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন "সা'লাবা হয়ে যাও" তখন সে সা'লাবা হয়ে গেলো। আমি তাকে বল্লাম : সা'লাবা কি অস্তিত্বহীন ছিলো ? আর রসূল কি অস্তি–ত্বহীনকে অস্তিত্বদান করেছেন ? নাকি সে অনুপস্থিত ছিল এবং তিনি তার অপেক্ষায় ছিলেন, আর সে আসতে দেরী করছিলো। অতঃপর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূর হতে অস্পষ্টভাবে যখন কাউকে আসতে দেখলেন তখন সুধারণা করে বল্লেন যেন সে সা'লাবা হয়। অর্থাৎ তিনি বলছিলেন আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করছি যেন আগন্তুক ব্যক্তি সা'লাবা হয়, যাতে সৈন্যবাহিনী যাত্রা করতে পারে ও বিলম্ব না ঘটে। সুতরাং আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং আগন্তুক ব্যক্তি ঠিকই সা'লাবা হয়, তখন ঐ ব্যক্তি চুপ হয়ে গেল। আর লেখক শায়খের কথা বাতিল বলে জানতে পারলেন। বইটি এখনো তার মালিকের কাছে সংরক্ষিত আছে।

সমাপ্ত

كيف اهتديت إلى التوحيد ؟

باللغة البنغالية

تأليف

محمد بن جميل زينو

ترجمة

محمد شمعون علي

متخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مراجعة

عبد المنان طالب

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الشفا
ص.ب. ٣١٧٠١٧ الرياض ١١٤١٨ هاتف ٤٢٠٠٦٢٠ - ٤٢٢٢٦٢٦
المملكة العربية السعودية